BAGHER GHARE GHOGER BASA.
and Tigress. 8vo. pp. 13. Calcutta, 18

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

(94)
Beng 749
11

শ্রীমহেশচন্দ্র দাস দে

প্রণীত।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্রের

আদেশানুসারে।

কলিকাতা।

গরাণহাটা ষ্ট্রীটে

৯২ নং ভবনে এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান যন্ত্রে

মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৮৫

মূল্য ১০ আনা মাত্র।

BRITISH MUSEUM

শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

রাগিণী ফক্ষরান্তি। তাল আলুম আলুম।

কালে কালে ঘোর কলি আমরি মরি।
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা হেরি লো সুন্দরী॥
এর পরেতে এই হবে, গুব্‌রে পোকা মধুখাবে,
ভ্রমর বৈরাগ্য হবে মধুর উপর, খাঁদা পুতের নাম
পদ্মলোচন রাখিবে সত্বর, কাকের কোরন্দ হয়ে
লোটাবে ভূমিরোপরি॥

লঘু ত্রিপদী।

রম্যক কাননে, আছিল দুজনে, ব্যাঘ্র আর ব্যাঘ্রাণী।
দোঁহে বলবান, সুমেরু সমান, তালতরু ভুজ জিনি॥
বিকট বদন, ঘূর্ণিত লোচন, জিহ্বা ভয়ানক অতি।
দোঁহেতে সুন্দর, রূপ মনোহর, মত্ত গজ জিনি গতি॥
দৈবে এক দিন, পতির সদন, কহে ব্যাঘ্রাণী তখন।
ওহে প্রাণনাথ, কহি তব সাত, যদি রাখহ বচন॥
আমি হে অবলা, সহজে চঞ্চলা, কাতর হয়েছি অতি।
নর মাংস আনি, দেহ গুণমণি, খাইতে হয়েছে মতি॥
হবে সুকমল, অতি নিরমল, তবে সে ভক্ষণ হবে।
হইলে কঠিন, করিতে ভক্ষণ, না পারিব আমি তবে॥

প্রিয়ার বচন, করিয়া শ্রবণ, আশ্বাসিল ব্যাঘ্রাণীরে।
শুন শুন প্রিয়া, অবশ্য আনিয়া, মাংস দিব তোমারে॥
কল্য প্রভাতেতে, মগধ রাজ্যেতে, যাইব রাজসভায়।
রাজার সদন, কব বিবরণ, এক প্রশ্ন আমি তায়॥
রাজার সভাতে, সে প্রশ্ন পুরিতে, কেহ যদি নাহি পারে।
স্বগণ সহিত, রাজারে ত্বরিত, ভক্ষণ করিব তারে॥
ওহে প্রাণেশ্বরী, আশা পূর্ণ করি, নর মাংস কোর ভক্ষণ।
এতেক বচন, করিয়া শ্রবণ, ব্যাঘ্রাণী হরিষ মন॥
কথোপকথন, করি দুই জন, নিদ্রা যায় বিবরেতে।
কালীর কিঙ্কর, ভণে কবিবর, শুন সবে অপরেতে॥

ব্যাঘ্রাণীর সহিত ব্যাঘ্রের মগধ রাজ্যে গমন ও
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

ব্যাঘ্রাণীর সহ পরদিন প্রভাতেতে। উপনীত হৈল আসি মগধ রাজ্যেতে॥ মগধ নামেতে সেই রাজ্য অধিপতি। কি কব তাহার সভা জিনি সুরপতি॥ বুদ্ধে বৃহস্পতি জিনি পাত্র মিত্রগণ। রাজসভায় বসিয়া পণ্ডিত বিচক্ষণ॥ দ্বারে২ ফিরিতেছে যত দ্বারপাল। সাত হেতিয়ার সহ পৃষ্ঠে শোভে ঢাল॥ রায় বেঁশে রায় বাঁশ লোফে ঘনেঘন। প্রতাপেতে বসি রাজা জিনি দশানন॥ রত্ন সিংহাসনোপরে নৃপ বিচক্ষণ। দুষ্টের দমন করে শিষ্টের পালন॥ হেন রূপে করে রাজা প্রজার বিচার। তস্কর নাহিক কেহ রাজ্যেতে রাজার॥ শিব ভক্ত মহারাজ শিব পরায়ণ। সর্ব্বদা শঙ্কর বদনেতে উচ্চারণ॥

ভূপতির সভা হইয়াছে ভরাভর। সভা দেখি ব্যাঘ্র হৈল সানন্দ অন্তর।। রাজ ব্যবহারে তবে নৃপে নোয়ায় মাথা। করযোড় করি ব্যাঘ্র কহিতেছে কথা।। রাজ্য অধিপতি তুমি নৃপ বিচক্ষণ। তোমার শরীরে আবির্ভাব নারায়ন।। সত্যধর্ম্ম পরায়ণ আপনি নিশ্চয়। আপনার কথা কভু মিথ্যা নাহি হয়।। এক প্রশ্ন কহি রাজা আপন গোচরে। পুরণ করিতে যদি পারহ তাহারে।। তবেত সন্তুষ্ট হব মোরা দুই জন। নতুবা তোমার রাজ্য করিব ভক্ষণ।। কাহাকে না রাখিব এ দেশের মধ্যেতে।। সবারে ভক্ষণ করি যাইব দোঁহেতে।। রাজা বলে কহ কিবা প্রশ্ন বিচক্ষণ। অবশ্য করিব আমি ইহার পুরণ।। মম হতে প্রশ্ন যদি পূর্ণ নাহি হয়। সভাসদগন হৈতে হইবে নিশ্চয়।। শুনি ব্যাঘ্র হাসি২ ভূপতিরে কয়। কোন ঠাঁই পৃথিবীর মধ্যাস্থল হয়।। কহ শুনি মহারাজ ধর্ম্ম পরায়ণ। আশীর্ব্বাদ করি তবে করি হে গমন।। শুনিয়া সুখায় মুখ রাজার তখন।। অন্তরেতে নরপতি স্মরে নারায়ণ।। পৃথিবীর মধ্যস্থল কোন স্থান হয়। সপ্তদীপ পৃথিবী তার নাহিক নির্ণয়।। ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজা কহিল ব্যাঘ্ররে। অদ্য যাহ কল্য আইস কহিব তোমারে।। এত শুনি নরবরে করিয়া প্রনাম। ব্যাঘ্রানীর সহ ব্যাঘ্র আইল নিজ ধাম।। পর দিন প্রভাতেতে করিল গমন। প্রনাম করিয়া জানায় নিজ বিবরন।। আসন্ন সময় বিপরীত বুদ্ধি হলো। ব্যাঘ্রের বচনে রাজার কোপ উপজীল।। আরতী করিল রাজা যতেক কোটালে। ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রা-

নীরে ধরি মারহ সকলে ॥ রাজার আরতী পায়ে যত অনুচর। মারিতে চলিল ব্যাঘ্র হয়ে ব্যগ্রতর।। ঢাল তলয়ার লয়ে মারিতে চলিল। ক্রোধিত হইয়া ব্যাঘ্র পশ্চাতে ধাইল ॥ যাহারে নিকটে পায় করয়ে ভক্ষণ। হাহাকার শব্দ উঠে রাজ্যেতে তখন।। চারি দিগে আছিল যতেক প্রজাগণ। ভক্ষণ করিল সবাকারে দুই জন॥ ব্যাঘ্রর শুনিয়া শব্দ ত্রাসিত অন্তরে। স্ত্রী পুত্র সহিত রাজা পলায়ণ করে ॥ রাজার আছিল এক অপূর্ব্ব নন্দিনী। নামেতে অনঙ্গলতা মন্মতমোহিনী ॥ অকস্মাৎ সে কামিনী পলাইতে নারে। ব্যাঘ্রাণী নিকটে আসি মা বলিল তারে॥ দয়া উপজিল তবে ব্যাঘ্রাণী শরীরে। পতির নিকটে রামা কহে ধীরে২॥ না বধ২ কান্ত এই যে কন্যারে। আপন তনয়া সম পালিব ইহারে ॥ সন্তান সন্ততি কিছু না হলো আমার। ইহারে পালিব আমি কহিলাম সার।। রমণী বচন ব্যাঘ্র স্বীকার করিল। তিন জনে সেই রাজ পুরীতে রহিল॥ ব্যাঘ্র কন্যা ভাবে কন্যা করেন বঞ্চন। চন্দ্রে ভণে অতঃপর শুন বিবরণ।।

রাজকন্যার শিব পুজারম্ভ।

এরূপে রাজনন্দিনী, ব্যাঘ্রালয়ে বঞ্চে ধনী, প্রত্যাবধি ব্যাঘ্র আর ব্যাঘ্রাণী। অরণ্যে চরিতে যায়, ত্রাস নাহি করে কায়, আইসে পরে অর্দ্ধেক যামিনী ॥ কন্যার কারণে কত, আনে দ্রব্য মনোমত, যাহা কন্যা করয়ে ভক্ষণ।

রাজযজ্ঞে উপহার, মেয়াযাত দ্রব্য আর, কেহ যাহা না পায় কখন ।। এইরূপে দিন যত, ক্রমেতে হইল গত, রাজকন্যার যৌবন উদয় । মদন আগত দেখি, অন্তরেতে হৈল দুঃখি, কামবাণ বিন্ধিল হৃদয় ।। মনেং ভাবে ধনী, পূজিব ত্রিশূল পাণী, তাঁর নিকট লব পতি বর । এতেক ভাবিয়া মনে, রাজকন্যা ততক্ষণে, তুলে ফুল অতি মনোহর ।। অতসী চম্পকলতা, তুলে শ্রীফলের পাতা, জাতি যুতি কেতকী টগর । জবা জুঁই চমৎকার, কেতকী কুসুম সার, চম্পক পারুল নাগেশ্বর ।। তুলি পুষ্প ত্বরা করি, ভক্তি ভাবেতে সুন্দরী, পূজিতে বসিল তদন্তর । গঙ্গার মৃত্তিকা আনি, গঠিল ত্রিশূল পাণী, বসাইল আসন উপর ।। বম বম হর হর, গাল বাদ্য নিরন্তর, করে ধনী একই মনেতে । কন্যার ভকতি হেরি, রহিতে নাহিক পারি, আইলা প্রভু কন্যা নিকটেতে ।। চক্ষু মুদি গুণবতী, ধ্যান করে পশুপতি, নিকটেতে আসিয়া তখন । কন্যার নিকটে আসি, কন প্রভু হাসিং, আমি আইলাম ত্রিলোচন ।। তব যাহা বাঞ্ছা মনে, বর লহ এইক্ষণে, অবশ্য করিব আমি দান । শিবের বচন শুনি, ধ্যান ভঙ্গ করে ধনী, দেখে তবে মেলিয়া নয়ন ।। সন্মুখেতে পশুপতি, হেরি ধনী হর্ষমতি, নানাবিধ করয়ে স্তবন । জয়ং পশুপতি, তুমি অগতির গতি, ভোলানাথ ভব ত্রিলোচন ।। তংহি প্রভু বিশ্বারাধ্য, কে জানে তোম্মার আদ্য, অনন্ত অক্ষয় নিরাঞ্জন । গতি শক্তি মূলাধার, তব অন্ত বুঝা ভার, ভ্রমেও না পায় কোন জন ।। জয় পতিত পাবন,

দক্ষ যজ্ঞ বিনাশন, ভূতনাথ ভোলা মহেশ্বর। যদি কৃপা করি দান, আইলে অধিনীর স্থান, প্রদান করহ পতিবর ॥ যেন কোন নরপতি, আসি মোর হয় পতি, অন্য বরে নাহি প্রয়োজন। শুনি স্বস্তি স্বস্তি বাণী, কহিলা ত্রিশূল পাণী, তব পতি হইবে রাজন॥ তৈলঙ্গের অধিপতি, সুচন্দ্র নামেতে খ্যাতি, মৃগয়াতে আসিয়া সে জন। আসিবে তব আলয়, জেনো ধনী সুনিশ্চয়, নাম তার জানিবে তখন॥ নিজ নাম না কহিবে, যোগ নাম প্রকাশিবে, বরমাল্য দিবে তার গলে। এতবলি ত্রিলোচন, হইলেন অদর্শন, দাসে ভণে দেবী পদ তলে॥

রাজার মৃগয়া গমন।

এক দিন তৈলোঙ্গেস প্রভাত সময়। মৃগয়া যাইব মনে হইল উদয়॥ সৈন্যগণে সাজিবারে করিলা আদেশ। শুনি সৈন্যগণ সাজে করি নানা বেশ॥ চতুরঙ্গ দলে রাজা করিল সাজন। লক্ষ২ রাজসৈন্য চলে অগণন॥ কেহ অশ্বে গজে কেহ চলে রথোপরে। উপনীত হৈল আসি কানন মাঝারে॥ সৈন্য কোলাহল শব্দ পাইয়া তখন। লম্ফ দিয়া পলাইল যত মৃগগণ॥ দুর্গম অরণ্যে সবে প্রবেশ করিল। কুরঙ্গ পশ্চাতে রাজার অশ্ব ছুটাইল॥ দুর্গম বনেতে রাজা করিল প্রবেশ। কুরঙ্গের অন্বেষণ না পান নরেশ॥ পিপাসিত হৈল রাজা অরণ্য ভিতর। অন্বেষিয়া বারি নাহি পায় নরবর॥ দৈবাৎ হেরিল এক বাটী রত্নময়। উর্দ্ধেতে চাহিল রাজা দৃষ্টি নাহি

হয়। মনেং ভাবে কোন রাজার আলয়।। যাইলে অবশ্য বারি পাইব নিশ্চয়।। এত ভাবি অশ্ব হৈতে নামিয়া তৎপরে। ত্বরা করি প্রবেশিল বাটীর ভিতরে।। মনুষ্য সঞ্চার নাহি তাহার ভিতর। দেখিয়াত নরপতি মনে পাইল ডর।। ক্রমেং সব বৃহন্দ প্রবেশ করিয়া। অন্তঃপুর ভিতরেতে প্রবেশিল গিয়া।। হেরিল অপূর্ব্ব এক রমনী রতন। সৌদামিনী নিন্দি জিনি তাহার বরণ।। মৃগ জিনি চক্ষু শোভা তিল পুষ্প নাশা। আজানু লম্বিত ভুজ সুমধুর ভাসা।। কেশরী জিনিয়া কোটি অতি চমৎকার। যে জন হেরয়ে রূপে মূর্চ্ছা হয় তার।। নরনাথে হেরি ধনী সলজ্জীত মন। অম্বরেতে সম্বোরিয়া ঢাকিল বদন।। অকস্মাৎ হরবর মনেতে পড়িল। বিনয় করিয়া ধনী জিজ্ঞাসা করিল।। আচম্বিতে আপনি কে আইলে হেথায়। কৃপা-করি পরিচয় দেহ হে আমায়।। হাসিয়া কহেন তবে সুচন্দ্র রাজন। মোর পরিচয় ধনী করহ শ্রবণ।। তৈলঙ্গ রাজ্যেতে জয়কেতু মহাশয়।যোগনাম ধরি আমি তাঁহার তনয়।। মৃগয়াতে এসেছিলাম গহন কানন। তৃষ্ণাযুক্ত হয়ে এথা করি আগমন।। বারি দান দিয়া মোর কর প্রতিকার। কাতর হয়েছি ওষ্ঠাগত প্রাণমার।। এতশুনি ত্বরা করি রাজার নন্দিনী। নৃপতিরে বারি আনি দিলেন আপনি।। জীবন পানেতে রাজা পাইল জীবন। শ্রান্তযুক্ত নরপতি বসিল তখন।। ক্ষণেক বিলম্বে রাজা কন্যারে জিজ্ঞাসে। মনুষ্য সঞ্চার নাহি কেন এই দেশে।। একাকী আছহ তুমি নির্জ্জন আলয়। ইহার বৃত্তান্ত মোরে বলহ

ত্বরায় ॥ শুনিয়া কহিল তবে রাজার নন্দিনী। শ্রবণ করহ তবে ইহার কাহিনী ॥

রাজার সহ রাজকন্যার মাল্য বদল।

লঘু-ত্রিপদী।

শুন হে রাজন, করি নিবেদন, শ্রবণ করহ পরে।
এই রাজ্য মোর, আছিল পিতার, বাক্ষা ছিল ধরা পরে ॥
দৈবে আচম্বিত, ব্যাঘ্র উপস্থিত, প্রশ্ন এক পিতায় দিল।
দৈবে মম পিতে, না পারে পূরিতে, স্বগণ পলায়ে গেল ॥
আমাকে খাইতে, আইল ত্বরিতে, ব্যাঘ্র আর ব্যাঘ্রাণী।
বলিয়া জননী, সম্বোধি আপনি, না খাব কহিল বাণী ॥
মাতা সম্বোধনে, থাকি এইখানে, ভাল বাসে দুই জন।
রজনী প্রভাতে, উঠিয়া দোঁহেতে, যায় করিতে ভক্ষণ ॥
দিবসে একাকী, শূন্য ঘরে থাকি, মনুষ্য নাহি সঞ্চার।
হইলে রজনী, ব্যাঘ্র আর ব্যাঘ্রনী করে তবে আগুসার ॥
নাহি কভু হয়, মম পরিনয়, শিবপূজা নিত্য করি।
হইয়া সদয়, আসি মৃত্যুঞ্জয়, মোরে কন ধিরিধিরি ॥
সত্য করি কহ, কিবা বর চাহ, ওগো কন্যা গুণবতী।
শুনিয়া তাঁহারে, চাহিলাম পরে, দেহ নরপতি পতি ॥
রাজার নন্দিনী, আমি গো যেমনি, রাজপুত্র পতি পাই।
তথাস্তু বলিয়া, শঙ্কর হাসিয়া, কহিলেন হবে তাই ॥
তৈলঙ্গেশ নাম, রাজা অনুপাম, সে হবে তোমার পতি।
জেন সত্য সত্য, কহিলাম সত্য শুন ওগো গুণবতী ॥
কহি এ বচন, হন অদর্শন, পতিত পাবণ হর।

তাঁর আজ্ঞা মতে, আছি আশা পথে, শুন ওহে নরবর ॥
যদি হৈল দয়া, দেহ পদছায়া, পরিনয় কর মোরে।
যদ্যপি বাঘিনী, জিজ্ঞাসে আপনি, যোগনাম কবে তারে ॥
এতবলি ধনী, চলিল অমনি, তুলে পুষ্প নানা জাতি।
গাঁথিলেক হার, অতি চমৎকার, মনরম্য করি অতি ॥
সায়ং কালেতে, রাজার দুহিতে, শঙ্করে প্রনাম করি।
আনন্দ মনেতে, রাজার গলেতে, মাল্য পরায় সুন্দরী ॥
রাজার নন্দন, ধনীরে তখন, গলে মাল্য পরাইল।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ, এরূপে নির্ব্বাহ, দোঁহে সমাধা করিল ॥
আহারে তৎপরে, বৈসে দোঁহেপরে, উৎকৃষ্টদ্রব্য ভক্ষে।
চন্দ্রে কহে বাণী, রাখহ ভবানী, কাল ভয়ে কর রক্ষে ॥

বিহার।

দীর্ঘ-পয়ার।

তবে রাজার নন্দন, তবে রাজার নন্দন। পালঙ্গ পরেতে আসি বসিল তখন ॥ ধনীরে কহে ভারতী, ধনীরে কহে ভারতী। বিপরীত রতি দান দেহ রসবতী ॥ শুনি রসবতী কয়, শুনি রসবতী কয়। রতি কারে বলে নাহি জানি মহাশয় ॥ বাক্যছল এ রূপেতে, বাক্য ছল এরূপেতে। ভূপতি না পারে আর ধৈরজ ধরিতে ॥ ধনীরে তুলে ক্রোড়েতে, ধনীরে তুলে ক্রোড়েতে। অধরে অধর চাপি চুম্বে বদনেতে ॥ কুচ করিছে মর্দ্দন, কুচ করিছে মর্দ্দন। দ্বিগুণ হইয়া আর বাড়িল মদন ॥ নাহি আর ব্যাজ সয়, নাহি আর ব্যাজ সয়। বিপরীত দোহে তবে কাম যুদ্ধ

হয় ॥ দোঁহে আনন্দ অন্তর, দোঁহে আনন্দ অন্তর। পালঙ্গ উপরে তবে বসিল সত্বর ॥ ক্রমে সর্ব্বরী বাড়িল, ক্রমে সর্ব্বরী বাড়িল। বাঘিনী সহিত বাঘ ঘরেতে আইল ॥ দেখে মনুষ্য বসিয়ে, দেখে মনুষ্য বসিয়ে। রাজনন্দিনীর প্রতি কহিছে হাসিয়ে ॥ কহ কন্যা বিবরণ, কহ কন্যা বিবরণ। কোথা হৈতে পাইলে মনুষ্য দরশন ॥ বিধাতারে ধন্য মানি, বিধাতারে ধন্য মানি। কালিকার আহার যে মিলালেন তিনি ॥ শুনি রাজকন্যা কয়, শুনি রাজকন্যা কয়। কেমনে খাইবে পিতা তব ভক্ষ নয় ॥ স্বামী করেছি ইহারে, স্বামী করেছি ইহারে। বিধবা করিবে নাকি বলহ আমারে ॥ শুনি ব্যাঘ্র হাসি কয়, শুনি ব্যাঘ্র হাসি কয়। না খাব ইহারে কন্যা কহিনু নিশ্চয় ॥ কোথা পাইলে এ জোনারে, কোথা পাইলে এ জোনারে কাহার তনয় এই থাকে কোথাকারে ॥ শুনি রাজকন্যা কয়, শুনি রাজকন্যা কয়। তৈলঙ্গ রাজ্যেতে জয়কেতুর তনয় ॥ যোগ নাম যে ইহার, যোগ নাম যে ইহার। এসেছিল করিবারে মৃগয়া স্বীকার ॥ তৃষ্ণায় আকুল হয়ে, তৃষ্ণায় আকুল হয়ে। বারি পানে এসেছিল আমার আলয়ে ॥ হেরি রূপ মনোহর, হেরি রূপ মনোহর। পরিনয় করি শেষে করিলাম বর ॥ এতবলি গুনবতী, এতবলি গুনবতী। ব্যাঘ্রের পদেতে ধরি করয়ে মিনতি ॥ বলে রাখ এ বচন, বলে রাখ এ বচন। রাজপুত্রে কভু নাহি করিবে ভক্ষণ ॥ বিধবা হইব আমি, বিধবা হইব আমি। ত্যজিব এ পাপ প্রাণ জানিবে আপনি ॥ শুনি ব্যাঘ্র হাসি

কয়, শুনি ব্যাঘ্র হাসি কয়। কভু না খাইব আমি রাজার তনয়॥ এতবলি সত্য করে, এতবলি সত্য করে। শুনিয়া রহিল ধনী আনন্দ অন্তরে॥ ব্যাঘ্রের শরীর পরে, ব্যাঘ্রের শরীর পরে। অকস্মাৎ তত্ব জ্ঞান উদয় তৎপরে॥ জীব হিংসা ত্যাগ করে, জীব হিংসা ত্যাগ করে। তপস্যা করিতে চলে কানন ভিতরে॥ কবিবর হাসি কয়, কবিবর হাসি কয়। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা এ কথা নিশ্চয়॥

ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রাণীর বৈরাগ্য।

ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রাণীর হইল জ্ঞানের উদয়। এসব অলীক দেখি সব শূন্যময়॥ দারা পুত্র পরিবার কেহ নহে কার। কাকস্য পরিবেদনা জানিলাম সার॥ প্রতিজ্ঞা করিনু জীব হিংসা না করিব। চরম কালেতে পরে ত্রাণ নাহি পাব॥ যখন ধরিয়া জটে শমনের চর। লইয়া যাইবে মোরে কৃতান্ত নগর॥ তথা গিয়া কি উত্তর করিব প্রদান। ভগবান বিনে নাহি দেখি পরিত্রাণ॥ এত ভাবি বাঘিনীর সহিত তখন। ব্যাঘ্ররাজ করিলেন অরণ্যে গমন॥ ভক্তিভাবে নিরাঞ্জনে ডাকে নিরন্তর। আশু আসি দুঃখ হর ওহে গিতম্বর॥ ওহে ভব অধিকারী করি নিবেদন। ভাঙ্গ২ ভব যাত্রা ব্রহ্ম সনাতন॥ ভূতেশ্বর হয়ে প্রভু কর কত ঠাট। ভব হাট মধ্যে ফের করে কত নাট॥ এ জগত হয় প্রভু তব অধিকার। সূত্রধার হয়ে তুমি করিছ বিহার॥ ভাঙ্গা গড়া রোগ তব আমরি২। গড়াগড়ি শুনে আমি

গড়াগড়ি করি ॥ ছাড়াছাড়ি নাই আর ছাড়াছাড়ি নাই। এই নিবেদন করি জগৎ গোসাঞি ॥ কত রূপে রঙ্গ সে যে দেখাইছ রঙ্গ। এখন চৌপদ হয়ে সাজিয়াছি সঙ্গ ॥ রঙ্গ কত করিয়াছ নাহি মিলে পেলা। নাহি কর হেলা আর নাহি কর হেলা ॥ কৃপাসিন্ধু কৃপা কর জ্ঞান দিয়া মনে। পরমায়ু বায়ু মোর যায় ক্ষণেং॥ বদন বিস্তার করি আসিতেছে কাল। মরণের ভয়ে প্রভু নাহি ছাড়ি হাল ॥ এ ভব সাগরে নাথ তুমি কর্ণধার। রাঙ্গাপদ মিলে যদি নাহি চাহি আর ॥ এখন ও আত্মবোধ মোর হয় নাই। রসনা বাসনা করে সদা খাই২ ॥ দেহ কারাগারে আমি করিতেছি বাস। কখন করিবে আসি করালেতে গ্রাস ॥ মোহেতে মজিয়া আমি করি সদা রব। ঘুচাও এ রব মম ওহে শ্রীমাধব ॥ আমি২ মুখে জেন আর নাহি বলি। তব মতে জ্ঞান পথে সদা যেন চলি ।। এইমতে স্তব করে বাঘ আর বাঘিনী। অন্তরে জানিলা তবে প্রভু চিন্তামণি ॥ গাভীরূপে আইলেন ব্যাঘ্রের গোচর। যোগাসন করি যথা বৈসে ব্যাঘ্রবর ॥ চক্ষু মুদি করিতেছে শ্রীহরি চিন্তন। হৃদয়েতে ভাবে সদা পদ্মপলাশন ॥ কি করিবে লোভ ত্যজিয়াছে ঋপুগণ। ভক্তি দেখি সদয় হলেন নারায়ণ ॥ বৈকুণ্ঠে লইয়া গেলা ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রণীরে। সাধুসঙ্গ মোক্ষ লাভ হইল তৎপরে ।। এখানেতে নরপতি লইয়া কামিনী কতদিনে নিজালয়ে আইল আপনি ॥ মোক্ষ পাটেশ্বরী করি রাখিল কন্যারে। কতদিনে গর্ভ হৈল তাহার উদরে ক্রমে২ দশমাস পূর্ণিত হইল। অপূর্ব্ব নন্দন এক প্রসব

করিল ॥ পুত্র দেখি নরপতি আনন্দিত মন। পূর্ণচন্দ্র বলি নাম রাখিল তখন ॥ ক্রমে ক্রমে রাজপুত্র বাড়িতে লাগিল। পঞ্চ বর্ষে পাটশালে লিখিবারে দিল ॥ সব বিদ্যা পরিপূর্ণ হইল কুমার। অপরেতে নরপতি দিল রাজ্যভার তপস্যা করিয়া প্রাণ ত্যজিল রাজন। সহমৃতা হইল রমণী বিচক্ষণ ॥ রাজপুত্র শ্রাদ্ধ ক্রীয়া করিল পিতার। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে কৈল পুরস্কার ॥ কবিবর ভণে গ্রন্থ হৈল সমাপন। বাগের ঘরে ঘোগের বাসা এই সে কারণ ॥

সমাপ্ত।

25 JY 67